R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে ষ্টীল
ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৯ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০৫ সাল।
২৪শে জুন, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবিরোধী আরএসপি দলে থাকা আর সম্ভব নয় —শিশ মহম্মদ

সাইন সারাফি, অরঙ্গাবাদ ঃ দলের বিপ্লবী চরিত্রের বিনাশ এবং নেতাদের স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য দলের মধ্যে উপদলের সৃষ্টির প্রতিবাদে আরএসপি দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন সুতীর প্রাক্তন বিধায়ক ও মহকুমার প্রভাবশালী নেতা শিশ মহম্মদ। গত ১৪ এপ্রিল দলের ওপর মহলের নেতাদের কাছে তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন। পদত্যাগ পত্রে তিনি জানিয়েছেন, দলের নেতারা একে অপরের চরিত্রহননে ব্যস্ত। দলে সৎ নির্লোভ এবং নিষ্ঠাবান কর্মীর কোনো স্থান নেই। নেতারা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে তাদের স্বার্থবিরোধী কাজে মদত দিচ্ছেন। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে দলের সঙ্গে থাকা সম্ভবপর নয় বলে ক্ষুব্ধ শিশ মহম্মদ জানিয়েছেন। অন্যদিকে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে এখনও তাঁর পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়নি। এব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছে। দলের অনেক স্থানীয় সক্রিয় কর্মী প্রাক্তন বিধায়ককে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন গত বিধানসভা নির্বাচনে দলের কিছু নেতা অন্তর্ঘাত করে শিশ মহম্মদকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে নিজামুদ্দিন আমেদ এবং তাঁর অনুগামীদের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট সন্দেহজনক, অনেক দলীয় কর্মীদের ধারণা এ ধরনের নেতাদের হাতে দলের (৩য় পৃষ্ঠায়)

পতাকা বিড়িতে তীব্র শ্রমিক অসন্তোষ

বিশেষ প্রতিবেদক : ছাঁটাই হওয়া ছ'জন কর্মচারীকে চাকরীতে ফিরিয়ে নেওয়া নিয়ে নানা জটিলতা এবং সিটু অনুমোদিত শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক মিরাজ সেখের শোকজকে কেন্দ্র করে অরঙ্গাবাদ তথা জেলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান পতাকা বিড়ি কোম্পানীতে তীব্র শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। কর্তৃপক্ষের তুঘলকী আচরণের অভিযোগ তুলে সিটু সমর্থিত শ্রমিক সংগঠন কিছু দিনের মধ্যে পতাকা বিড়িতে বৃহত্তর আন্দোলনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে কোম্পানীর স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। ইতিমধ্যে সিটুর জেলা সম্পাদক তুষার দে কোম্পানী কর্তৃপক্ষকে এক জনসভায় হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেছেন তাঁরা আগুন নিয়ে খেলছেন, যার ফল মঙ্গলজনক হবে না। শ্রমিক ইউনিয়নের বক্তব্য, মূলতঃ কোম্পানীতে কাজ করা প্রায় আটশো কর্মচারীর তিনশোর বেশী সিটু ইউনিটের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিন বাদে পতাকা বিড়িতে কর্মচারীদের ইউনিয়ন হিসাবে এটাই প্রথম। ইউনিয়নের দাবী মেনে কোম্পানীতে গত বছর ১২ শতাংশের বদলে ১৬ শতাংশ বোনাশ, ১০/১২ ঘন্টার পরিবর্তে আট ঘন্টা কাজের শিফট কোম্পানী চালু করতে বাধ্য হয়। কোম্পানী ইউনিটের সদস্য ছ'জনকে পরবর্তীতে বরখাস্ত করে। কাজের অবহেলার অভিযোগে বরখাস্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের দাবীতে সিটু আন্দোলনের ডাক দেয়। এ অবস্থায় মালিক কর্তৃপক্ষ সিটু রাজ্য নেতা শ্যামল চক্রবর্তীকে অনুরোধ করেন বিষয়টির সম্মানজনক নিষ্পত্তির জন্য। অবশেষে জেলা শাসকের ঘরে জেলা সম্পাদক তুষার দে ও স্থানীয় সিটু নেতাদের উপস্থিতিতে কোম্পানী (৩য় পৃষ্ঠায়)

অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল অবস্থা

ধুলিয়ানের সংবাদদাতা : বর্তমানে সমসেরগঞ্জ ব্লকের অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল অবস্থায় স্থানীয় মানুষ বিক্ষুব্ধ। চিকিৎসকের অভাবে উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন সাধারণ দুঃস্থ রোগীদের নাজেহাল অবস্থা। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের চারজন চিকিৎসকের মধ্যে বর্তমানে ডাঃ শিবপ্রসাদ বালা রাজনৈতিক কারণে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হ'ন। অপর ডাক্তার সুধাংশু বর্মন বর্তমানে স্বাস্থ্য-কেন্দ্র ছেড়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে চলে যাচ্ছেন বলে জানা যায়। বর্তমানে ঐ বৃহৎ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার থাকছেন মাত্র দু'জন। ডাক্তার শান্তিরঞ্জন হালদার (বি এম এইচ এস) একজন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ ডাঃ হালদার বর্তমানে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বাদ দিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির সমস্যা

বিশেষ সংবাদদাতা : গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও শিশুরা ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। খবরে প্রকাশ, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে আগের তুলনায় তিন/চার গুণ ছাত্র বাড়লেও শিক্ষক বা বিদ্যালয় গৃহ বাড়েনি। ফলে প্রাথমিক গুলিতে ভর্তির সমস্যা দেখা দিয়েছে। কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীতে এক-একটি বিদ্যালয়ে ২০০/২৫০ জন ছাত্র এসে ভিড় করছে। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে শিক্ষকরা অনৈতিকভাবে ভর্তির পরীক্ষা চালু করে ছাত্র চাপ কমিয়ে দিচ্ছেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ বিধিলিপি ॥

এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে জোর তরজা-লড়াই চলিতেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মতে জ্যোতি বসুদের ভারতীয় সংবিধানটা পড়া উচিত। অপরপক্ষে জ্যোতি বসুর মত এই যে, তিনি বিজেপি'র কাছে সংবিধান শিখিতে চাহেন না।

আসর বেশ কিছুদিন হইতেই উত্তপ্ত। ইদানীং তাহা আরও গরম হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্ব হইতে যাহা চলিতেছিল, ভোটের পর তাহার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া খবরে প্রকাশ। বিজেপি জোট এবং কিছু কিছু বামফ্রন্টের দল ও কংগ্রেস এই রাজ্যে সিপিএম যে ব্যাপক সন্ত্রাস চালাইতেছে, তাহার প্রতিবাদে নাকি মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সংসদে এই বিষয়ে তুমুলকালাম কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ হইতে একটি টিম পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাস সরেজমিনে দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই টিমে ছিলেন নেতা হিসাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব পি ভি শেনয়। অন্য দুইজন ছিলেন পি কে হালদার এবং পি জৈন। এই কেন্দ্রীয় টিম পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া এক অভুতপূর্ব ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর, মুখ্য সচিব কেহই নাকি এই কেন্দ্রীয় টিমের সদস্যদিগের সহিত রাজ্যের পরিস্থিতির বিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই। এমন কি এস পি, ডি এম, থানার ওসি প্রভৃতিদের পক্ষ হইতে নাকি ইঁহারা কোনও সহযোগিতা পান নাই। তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য এই কেন্দ্রীয় টিমকে বিভিন্ন জায়গায় যাইবার জন্য রাজ্য সরকার নাকি কোনও গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দেন নাই। কেন্দ্রীয় টিম আসার জন্য বলা হইতেছে যে, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়; কেন্দ্র তাহাতে নাক গলাইতে পারে না। কেন্দ্রের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, টিম পাঠান আদৌ অসাংবিধানিক নহে। বাগ্‌বিতণ্ডা ও বাদানুবাদ এখন সংবাদপত্রের প্রতিদিনের খোরাক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কেন্দ্রীয় টিম যেখানে যেখানে গিয়াছে, সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতির কথা শুনিয়াছে। কেন্দ্রে যথারীতি রিপোর্ট যাইবে। রাজ্যে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও রাজ্য সরকার যদি বলে যে, আইন-শৃঙ্খলা ঠিকঠাক বহাল রহিয়াছে তাহা মানিতে হইবে। বামফ্রন্টের কোন কোন শরিক দল ইহার প্রতিবাদ করিলেও কাজের কাজ কী হইবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, জনগণকেই ইহার মোকাবিলা করিতে হইবে। কিন্তু কীভাবে? পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আগামী বিধানসভা নির্বাচনের সময়? রোম জ্বলিলেও নীরোর বেহালাবাদন হয়ত সকলকে মুগ্ধ করিতেছেন। রাজ্যের মানুষ ঘরছাড়া হইয়া, প্রাণ দিয়া, ইজ্জত দিয়া জেরবার হইতেছে, ইহার সদুত্তর দিবার জন্য আরও অপেক্ষা করিবার পরামর্শদান চলিতেছে। আজ বিপন্ন মানুষকে কে রক্ষা করিবে, রাজ্য না কেন্দ্র? হয়ত এই সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতি সহ্য করিয়াই চলিতে হইবে। ইহাই বুঝি বিধিলিপি।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-এর সন্ত্রাস দেখে কেন্দ্রের বিজেপি পর্যবেক্ষকেরা হতবাক। —সংবাদ।

—বক্ যদি হত হয়, তবে ত সোনায় সোহাগা! কেউ কিছু জানতে পারবেন না।

* *

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার সুস্পষ্ট নয়; আবার হুট-হাট বন্ধ হয়ে যায়। —অভিযোগ।

— যন্ত্রপাতি বুড়ো হয়ে গেছে যে!

* *

একটি শাড়ী কিনলে বিনামূল্যে একটি ষ্টেনলেসষ্টীল গ্লাস। —বিজ্ঞাপন।

—অল্পদিনেই যদি শাড়ীটার রং উঠে যায় বা তা ফেঁসে যায় ত অর্থশ্রাদ্ধ হওয়ার খেদে জল খেতে হবে ত!

* *

ডাক্তারদের ফি বেঁধে দেওয়া হতে পারে। —খবর।

—রোগীদের অচিরাৎ পটোল তোলার ব্যবস্থা।

* *

সিন্নি প্রসাদ খেয়ে ওই বাড়ীরই কয়েকজন মারা গেছেন বলে খবর।

—ভোগ-প্রসাদের ব্যবস্থা না থাকাই ভালো; কখন দুর্ভোগ ঘটে, কে বলতে পারে?

* *

সাম্প্রতিক বিশ্বজোড়া হৈ চৈ কিসের বলুন। —প্রশ্ন।

ভারত-পাক পরমাণু বিস্ফোরণ ও বিশ্বকাপ ফুটবলের।

ফুলতলার দিল্লীওয়ালী

—মোঃ আবদুল্লাহ মোল্লা

এই যে দাদা, দিদি, বৌদি, মাসিরা লাল লাল দানাদার পাকা মিঠা লিচু। মাত্র ২০ টাকা থোকা। দুই থোকা ৪০ টাকা। এইভাবে সকাল হতে সন্ধ্যে অবধি হেঁকে চলেছে ফুলতলার দিল্লীওয়ালী। ফুলগাছ ছিল বলে নাম ফুলতলা। আগের সে গাছ না থাকলেও আর একটি ফুলগাছ স্মৃতি সাজিয়েছে। বর্তমানে তারই নীচে লিচুওয়ালী অরফে দিল্লীওয়ালী।

কে এই দিল্লীওয়ালী। বছরখানেক আগে একদিন বিকেলে হঠাৎ এক সাত বছরের মেয়ে ও এক তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে ফুলতলায় নাসিমার আবির্ভাব। তাকে দেখে সবাই অবাক হয়। তবে যারা চিনতো তাদের তো অবাক হবার কথা নয়! তবে তারা সবাই জানলো সে দিল্লী হতে এসেছে। আধা বাংলা, আধা হিন্দী মেশানো কথা বলে সে অল্প দিনের মধ্যে ঐ এলাকার সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। নাসিমার রাত্রিবাস মুক্ত আকাশের নীচে অথবা দোকানের বারান্দায়। প্রথম এসে এর ওর হোটেলে কাজ করে কোন রকমে দিন পার করে দিত। এখন তার সাত বছরের মেয়ে মুন্নি কোন এক বাড়ীতে কাজ করে। আর ছোট্ট তিন বছরের ছেলে সুমো মায়ের সঙ্গী।

বর্তমানে নাসিমা নামে কেউ তাকে না চিনলেও দিল্লীওয়ালী বললে সবাই একবাক্যে চেনে। সকালে যেসব লিচু ফুলতলায় আসে তা সে পাইকারী দরে কিনে, সেসব খুচরো দরে দিনভোর বিক্রি করে। এইভাবে সে প্রতিদিন একশো হতে দেড়শো টাকা উপার্জন করে।

তার দেহে জীবন ও যৌবন দুই আছে। জীবন সংগ্রামে সে তার জীবনকে খুঁজে পেতে চায়। গোটা পৃথিবীকে তোলপাড় করে খুঁজতে থাকে সেই নীড়—যে নীড়ে স্বর্গ আছে।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জস্থ ইন্দিরাপল্লীতে বাসযোগ্য সোয়া দুই কাঠা জায়গা অতি শীঘ্র বিক্রয় হইবে। যে কোন রবিবারে যোগাযোগ করুন।

বাসুদেব চক্রবর্তী
ইন্দিরাপল্লী / রঘুনাথগঞ্জ

জায়গা বিক্রি

জঙ্গিপুর সাহেববাজারে প্রধান রাস্তা লাগোয়া ব্যবসা এবং বাসপোযোগী কিছু ফাঁকা জায়গা বিক্রয় আছে। যোগাযোগের স্থান—
শ্রীরাজারাম মুন্দ্রা, সাহেববাজার
পোঃ জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবিরোধী (১ম পৃষ্ঠার পর)

অবস্থা শোচনীয় হয়েছে। দল ছাড়ার পর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কি হবে তা তিনি এখনও স্থির করেননি। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর সে সিদ্ধান্ত জানা যাবে। অপরদিকে মহকুমা সদর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন আর এস পির মহকুমা স্তরের কিছু নেতার আখের গোছানোর প্রবণতায় দলের দীর্ঘদিনের কর্মীরা ক্ষুব্ধ। এ ব্যাপারে দলের কিছু একনিষ্ঠ কর্মী আমাদের প্রতিবেদকের কাছে তাঁদের হতাশা ব্যক্ত করে, দল এ রাস্তায় চললে তাঁদেরও দলত্যাগের কথা চিন্তা করতে হবে বলে জানান।

বি জ্ঞ প্তি

গ্রাম সংসদের বার্ষিক অধিবেশন

পঞ্চম পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন মে মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্যে এ বছর গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম সংসদের বার্ষিক অধিবেশন মে মাসের পরিবর্তে জুন মাসে করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন ক্ষেত্রের সকল নির্বাচকই সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের সদস্য। আপনার এলাকায় আপনার পঞ্চায়েত কি কি কাজ করেছে, কত টাকা পেয়েছে, কোন খাতে কত টাকা খরচ হল, আগামী বছরের বাজেটে কাদের জন্য কোন প্রকল্পে কত টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং আয়-ব্যয়ের হিসেব নিকেশ ইত্যাদি ব্যাপারে আপনার জানার ও মতামত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার আছে। আপনি সংসদের সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন ও আপনার মতামত জানান। পরিবর্তিত অবস্থায় এ বছর জুন মাসের মধ্যে গ্রাম সংসদের বার্ষিক অধিবেশন ডাকা সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের পক্ষে আবশ্যিক। এই বার্ষিক গ্রাম সংসদের অধিবেশন কবে, কখন, কোথায় হবে সে সম্পর্কিত কর্মসূচী এখনই ঠিক করে সবাইকে জানিয়ে দিন ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করুন।

Memo No. 821 (5) Inf./Msd. Date 15. 6. 98.

পতাকা বিড়িতে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বরখাস্ত হওয়া ছ'জনের তিনজনকে পুনর্বহাল করতে সম্মত হন। বাকী তিনজন অস্থায়ী কর্মীদেরও অস্থায়ী কাজে নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। চুক্তিমত তাদেরকে রায়পুর, জয়পুর এবং দিল্লীতে পাতার জঙ্গল কিংবা বিক্রয় কেন্দ্রে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে। শ্রমিক নেতারা এধরনের চিঠির প্রতিবাদ করেন এবং তা নিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মালিকপক্ষ তাদের জানান বদলীটা রুটিন মাফিক ব্যাপার। জয়পুর, রায়পুর কিংবা দিল্লীর মতো দূরবর্তী স্থানে শ্রমিকদের যাবার রাস্তা খরচ বাবদ অগ্রিম টাকা দিতে কোম্পানী রাজী না হওয়ায় এবং নানা টালবাহানায় ৩০ এপ্রিলের সময়সীমা অতিক্রম করে যাওয়ায় কোম্পানী তাদের পুনর্নিয়োগের আদেশ বাতিল বলে জানিয়ে দেন। এ অবস্থায় শ্রমিক ইউনিয়ন নতুন করে বরখাস্ত কর্মীদের অরঙ্গাবাদে পুনর্নিয়োগের দাবীতে সোচ্চার হলে বিড়ি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনকে এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করতে মালিকপক্ষ অনুরোধ করেন। কিন্তু অনেক বৈঠকেও মালিকপক্ষ বদলীর প্রশ্নে অনড় থাকায় কোন মীমাংসা হয়নি। এদিকে গত ১৯ জুন মালিকপক্ষ এই তিনজনকে যে চিঠি দিয়েছেন তাতে আগামী সাত দিনের মধ্যে তাদের নির্ধারিত অফিসে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। না হলে তাদের চাকরীর বিষয়ে কোম্পানী কোনো দায়িত্ব আর নেবে না। অপরদিকে শ্রমিক নেতা মিরাজ সেখকে গত ২২ এপ্রিল রায়পুরে পাতার জঙ্গলে যেতে বলা হয়। পারিবারিক অসুস্থতার কারণে মিরাজ যেতে অস্বীকার করায় তাকে সেদিন ২০ তারিখের একটি শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়। সে চিঠিতে তার বিরুদ্ধে কাজে অনিয়মিত থাকা, অকারণে ছুটি নেওয়া ইত্যাদি অভিযোগ করা হয়। সেই শো কজের জবাব মনপসন্দ না হওয়ায় মালিকপক্ষ তাকে ১৮ জুন কেন বরখাস্ত করা হবে না তা জানতে চেয়ে আবার শোকজ করেন। এই পরিস্থিতিতে কোম্পানীতে অদ্ভুত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পতাকা বিড়ির ম্যানেজার রেজাউল করিম আমাদের জানান শ্যামল চক্রবর্তীর অনুরোধেই তাঁরা অবাধ্য ঐ তিনজনকে পুনরায় নিয়োগের কথা বিবেচনা করেন। কিন্তু বদলীর বিষয়ে শ্রমিক নেতারা স্বীকৃতি দিলেও পরবর্তীকালে তাঁরা দ্বিচারিতা করছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য এলাকার বিরোধী রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও অন্যান্যদের তরফে গুজব ছড়ানো হয় সিটু নেতারা কোম্পানীর কাছে টাকা খেয়ে কর্মীদের পুনর্নিয়োগ এবং সেই সঙ্গে বদলির শর্ত মেনে নিয়েছেন। শ্রমিক নেতারা টাকা নিয়েছেন কিনা সে প্রশ্নের উত্তরে করিম সাহেব জানান এধরনের ঘটনার কোনো ভিত্তি নেই। এটি নিছক গুজব। বিড়ি চেকারদের পাতার জঙ্গলে বদলি (শেষ পৃষ্ঠায়)

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

ছাত্র ভর্তির সমস্যা (১ম পৃষ্ঠার পর)

এর ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গ্রামের নিরক্ষর বাবা মা তাঁদের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে পারছেন না। এদিকে সরকারের নীতি গ্রামের প্রত্যেক শিশুকে বিদ্যালয় অঙ্গনে আনতে হবে। কিন্তু বিদ্যালয় গৃহ এবং উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে সেই প্রোগ্রাম কার্যকরী হচ্ছে না। অন্যদিকে শহরে পুর এলাকার কিছু কিছু স্কুলে স্থান সংকুলান বা প্রাথমিক পরীক্ষার পর পড়ুয়া এখনও উপযুক্ত হয়নি জানিয়ে অভিভাবকের কাছ থেকে সুযোগ বুঝে ২০০/৪০০ টাকা আদায় করে ছাত্র ভর্তি চলছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল অবস্থা (১ম পৃষ্ঠার পর)

আউটডোর ও ইনডোরে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা চালাচ্ছেন। লেটার প্যাডে ডাঃ হালদার নিজেকে জেনারেল ফিজিসিয়ান ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলেও উল্লেখ করছেন। কিছুদিন পূর্বে স্থানীয় অধিবাসীরা ঐ ডাক্তারের অবৈধ চিকিৎসার বিরুদ্ধে পোষ্টারিং করে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন বলে জানা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য গত বছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ডাঃ হালদারের ভুল চিকিৎসার কবলে পড়ে এলাকার প্রায় ৭/৮ জন ডাইরিয়া রোগী মারা যান। এ ব্যাপারে অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ তীর্থঙ্কর চন্দ্র বলেন, ঐ সময় ডাঃ হালদার ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসক পাওয়া যায়নি। চিকিৎসার ব্যাপারে এরূপ অবহেলার প্রতিবাদে ঐ এলাকার মানুষ জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবীও জানিয়েছেন।

পতাকা বিড়িতে (৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য সব সময়েই জনা চল্লিশেক লোক পাতার জঙ্গলে থাকে। এরা পাতা চেক করে। অতএব এ বদলি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। অপরদিকে মিরাজ সেখের শোকজের বিষয়টি কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে রেজাউল করিম মন্তব্য করেন।

বোমা বাঁধতে গিয়ে তিনজন আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৩ জুন রাত্রে সুতী থানার সুজনীপাড়ার মদনায় বোমা বাঁধতে গিয়ে তিনজন জখম হয় বলে খবর। আহতদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনলে পরদিন তাদের বহরমপুর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনজন আহতদের মধ্যে মজিবুর রহমানের বিস্ফোরণে দুটি হাত উড়ে যায়। বুক, পেট ও মুখ সাংঘাতিকভাবে পুড়ে যায়। বাকী দুজনের আঘাত তুলনায় কম।

"Wanted the following Part time Lecturers for Jangipur College, P. O. Jangipur, Dist. Murshidabad. Qualifications as per UGC norms. Remuneration as per Govt. rule.

Bengali—One
Sanskrit—One

Attend an interview on 14-7-98 at 10-30 A. M. alongwith Certificates and testimonials."

Lecturer-in-Charge
Jangipur College

কার্ডস ফেয়ার
এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

সকলকে অভিনন্দন জানাই—
রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া — সভাপতি
ধনঞ্জয় কাদিয়া — ম্যানেজার
অচিন্ত্য মনিয়া — সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।